OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 89
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 717 - 726
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 717 - 726
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

পক্ষী টোটেমিক ডিমাসা জনগোষ্ঠী : ধর্মচেতনা ও সংস্কৃতিতে পাখির প্রভাব

নবশ্রী চক্রবর্তী বিশ্বাস
স্বতন্ত্র গবেষক
Email ID: nabasric@gmail.com
iD 0009-0007-2530-0316

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Dimasa Tribe, Bird Totemism, Daikho System, Ethnohistory, Tibeto-Burman Culture, Sengphong and Jik, Arikhidima, Animistic Practices, Kachari Heritage, Northeast India, Avian Symbolism.

Abstract

The Dimasa people are a Tibeto-Burman ethnolinguistic community, who lived in northeastern India for centuries, currently living in the Dimasa Hasao district of Assam State. They are the larger part of the Kachari group of people. The Dimasa people belong to the Mongoloid group of people and the Tibeto-Burman linguistic family.

They are known as "sons of the great/big river". The bird plays a crucial role as a totem in Dimasa's tradition, culture and religion. Their entire creation and clan structure are deeply intertwined with Avian symbolism. The bird is a central ancestral symbol, though "Totemism" in the Dimasa context is specifically tied to their clan system and creation myths. A "Totem" is a sacred object, plant or animal as an emblem for a family, clan or group. The dimasa is a bird-totemic ethnic group.

According to Dimasa legend, the world began with two divine beings, Bangla Raja (the male deity) and Arikhidima (the female deity). Arikhidima is described as a "Devine Bird". She laid seven eggs at the confluence of the Sangibra and Digebra rivers. From six eggs these eggs, the six ancestral gods of the Dimasa were born. The seventh egg, which was rotten, produced evil spirits.

They have also their own concept of Gods, deities and spirits. Traditionally, the Dimasas worship a number of deities which are collectively called Mdai. They perform many rituals. They think that rituals are a necessity as their life is controlled by these numerous deities and spirits. All the rituals can be performed only by the priest whom the Dimasas call Hojai or Jonthai. Their main gods include Shibarai (Shiva), Alu Raja, Naikhu Raja, Waa Raja, Gunyung-Braiyung, and Hamiadao. Many Dimasas believe in Hinduism, with some historically claiming descent from Hidimba and Bhima.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 89
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 717 - 726
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ভারতের উত্তর-পূর্বদিকে একটি প্রাচীন জনজাতি হল ডিমাসা জাতি। এই ডিমাসা জাতির উৎপত্তি, ধর্মাচারণ ও সংস্কৃতিতে পাখি কী ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সেই আলোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। ডিমাসা জাতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সকল সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ ও দৈনন্দিন রীতি-আচারের মধ্যে 'পাখি' এই প্রাণীটির যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। ডিমাসা জাতি কাচারি (Kacharis, the people of the river's bank) জাতির এক উপগোষ্ঠী (Pandey, 2024; vol 25, p.164)।

ভারতের অসম প্রদেশের ডিমা হাসাও জেলার এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ডিমাসা জাতির বাস। তবে অন্যান্য কিছু স্থানেও ডিমাসা জাতি বসবাস করে। যেমন কার্বি আংলং জেলা, হোজাই জেলা, নাগাঁও, কাচার ও করিমগঞ্জ। ডিমাসা জাতির আদি বাসভূমি ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরস্থ অঞ্চলে। এছাড়া নাগাল্যান্ডের কিছু অংশে এদের বাসভূমি রয়েছে। ডিমাসা জাতি ইন্দো-মঙ্গলয়েড গ্রুপের অন্তর্গত। তাদের ভাষা তিব্বত-বর্মন (Tibeto-Burman language) ভাষা। অপরদিকে 'কাচারি' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ কাচার (kachar) থেকে এসেছে। যার অর্থ হ'ল, অঞ্চলের বিস্তার বা অঞ্চলের প্রসার। (pandey, 2024, vol. 25, p. 164)। তিব্বত-বর্মন ভাষা চীন-তিব্বতি ভাষার অন্তর্গত। কোনো সুদূর অতীতে এই উপজাতি চীনের দক্ষিণ প্রান্ত ও তিব্বত থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে।

ডিমাসা হল উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি জনজাতি, যারা আসাম এবং নাগাল্যান্ডের কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করে। ডিমাসা জনজাতি হল কাছারি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে একটি। কাছারি জনগোষ্ঠীতে আরো অনেক জনজাতি রয়েছে। যেমন - চুটিয়া, বোড়ো, রাভা, মোরান, ত্রিপুরী, তিওয়া, কোচ ইত্যাদি। ডিমাসাদের ইতিহাস উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি অনেক অংশের সাথেই যুক্ত। বিশেষ করে নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং আসামের খাপুরের সাথে। তবে বর্তমানে ডিমাসা জনজাতি মূলত আসাম রাজ্যের ডিমা হাসাও জেলায় বাস করে। ভারত সরকার তাদের রাজনৈতিক শাসনের জন্য ডিমা হাসাও জেলায় ডিমাসাদের একটি স্বাধীন কাউন্সিল প্রদান করেছে।

সুদূর অতীত থেকেই ডিমাসা জাতির নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। ডিমাসার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খুঁজতে গেলে আমরা পাব যে, 'ডি' অর্থে জল (water), 'মা' অর্থে বড় (big), 'সা' অর্থে পুত্র (son)। [It is better interpreted as Domani B'sa - Dima B'sa - Dimasa, 'sons of the great river' (Nunisa Motilal, 1993: 72, cited by Borah and Sarma, 2022, p. 256)]। সুতরাং ডিমাসা শব্দটির অর্থ হ'ল, মহৎ বা বড় জলের (নদীর) পুত্র। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র। সুতরাং ডিমাসা জাতি হ'ল, ব্রহ্মপুত্র নদীর পুত্র। ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরই ছিল ডিমাসা জাতির আদি বাসস্থান (pandey 2024, vol. 25, p. 164-165)।

প্রতিটি জাতি ও সংস্কৃতির মধ্যে বিভিন্ন লোককথা প্রচলিত থাকে তাদের নিজস্ব অতীত ঐতিহ্য নিয়ে। ডিমাসা জাতি তার ব্যতিক্রম নয়। ডিমাসা জাতির মধ্যে বহু কল্পকাহিনী, লোককথা শোনা যায়। ডিমাসা জাতির মধ্যে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিংবদন্তীটি নির্ভর করছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্বের ওপর। ডিমাসা জাতি এই সৃষ্টিতত্ত্বকে বিশ্বাস করে আসছে। প্রচলিত ধারণা অনুসারে, ডিমাসাদের প্রাচীন দেবতা বাংলা রাজা (Bangla Raja, God of earthquake) এবং তাঁর স্ত্রী আরিখিডিমা (Arikhidima) স্বর্গে বাস করতেন। এই সময় আরিখিডিমা সন্তানসম্ভবা হন। কিন্তু তিনি তাঁর সন্তান প্রসব, অর্থাৎ ডিম পাড়া নিয়ে চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। ঐশ্বরিক ক্ষমতাশালী আরিখিডিমা তাঁর ডিম পাড়ার জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পেতে এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হন। এই সমস্যা সমাধানার্থে ডিলাও এবং সাঙ্গি নদীর সঙ্গমস্থলে উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধানের জন্য একটি সোনালী ঈগল পাঠানো হ'ল। তারপর আরিখিডিমা সেইখানে সাতটি ডিম প্রসব করলেন। সেই ডিম থেকে ছ'টি কল্যাণকারী ছয়জন দেবতার জন্ম হ'ল। তারা হলেন, শিবারাই (Shibarai), আলু রাজা (Alu Raja), নাইখু রাজা (Naikhu Raja), ওয়া রাজা (Waa Raja), গুনিয়াং ব্রাইয়ুং (Gunyung Braiyung) এবং হামিয়াদাও (Hamyadao)। এদেরকে মদাই বলা হয়।

কিন্তু শেষ এবং সপ্তম ডিমটি পচে যায়। বিশ্বাস করা হয় যে, পচে যাওয়া সপ্তম ডিমটিই এই পৃথিবীতে সমস্ত অশুভ আত্মা, দুঃখ-কষ্ট এবং রোগব্যাধির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। সপ্তম ডিমটি ভাঙার পর, এটি একটি কুৎসিত আকৃতির অশুভ আত্মার জন্ম দেয় এবং সেটি চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ডিমাসা জাতি নিজেদেরকে প্রথম উদ্ভূত ছয় শুভ ও কল্যাণময়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 89
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 717 - 726
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দেবতার বংশধর বলে মনে করে। তাদের বিশ্বাস, সপ্তম ডিম থেকে বেরিয়ে আসা অশুভ আত্মারা পাহাড় এবং নদীতে বাস করে। সেই অশুভ আত্মারা বিভিন্ন রোগ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য দায়ী। তবে চাষ শুরু করার পূর্বে, কোনও রোগ অথবা ব্যাধিতে পীড়িত হলে বা দুর্ভাগ্যগ্রস্থ হলে সেই অশুভ আত্মাদের যথাযথভাবে পূজা করা উচিত। (Danda, 1978; 126, cited by Borah and Sharma, 2022, p. 258)। ডিমাসারা মনে করে যে, তাদের পূর্বপুরুষ দেবতারা ডিমাসা জনবসতির সম্পূর্ণ অঞ্চল জুড়ে তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করেছেন। তাই 'অঞ্চল দেবতা' ধারণাটি ডিমাসা জাতির মধ্যে সঞ্জাত হয়েছে। এই অঞ্চলগুলিকে পবিত্র উপবন অথবা উদ্যান বলা হয়। কারণ এই অঞ্চলগুলির বৃক্ষগুল্মাদি পবিত্র ও নানাবিধ ঔষধি গুণসম্পন্ন (Medhi and Borthakur, 213; 67, cited by Borah and Sharma, 2022, p. 258). উপরিউক্ত ঘটনাটি থেকে 'ডিমাসা' শব্দের আরেকটি উৎস সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। সেখানে বলা হয়েছে - আরিখিডিমার সন্তানই হ'ল, ডিমাসা জাতি। ডিমাসা ভাষায় 'বাংলা' শব্দটির অর্থ হ'ল, ভূমিকম্প। সম্ভবত, এই অঞ্চল ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল। ডিমাসা জাতির বিশ্বাস যে, এক মহাজাগতিক ডিম থেকেই একদিন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। ডিমাসার অন্য আখ্যানটি বাংলা রাজা এবং আরিখিডিমার পৌরাণিক কাহিনী থেকে উদ্ভূত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, 'ডিমাসা' আরিখিডিমা (Arikhidima) শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হবে আরিখিডিমার সন্তান (Thousen, 2021; vol. 5, p. 54)।

সুতরাং ডিমাসা জাতির এই পৌরাণিক কাহিনী থেকে এটা স্পষ্ট যে, ডিমাসা জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, তাঁদের পূর্বপুরুষ ছিল পাখি। মহাজাগতিক ডিম (cosmic egg) থেকে যেমন বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি তাঁদের সৃষ্টি হয়েছে পাখির ডিম থেকে।

> "Bangla is the term in Dimasa meaning earthquake and so from this a surmise can concluded of the influence of the theory of a Cataclysmic big bang as the origin of the Dimasa universe or a gigantic explosion of pure energy that began billions of years ago. Interestingly the concept of the single super- concentrated point which later became the universe is called the 'primeval atom' or the 'cosmic egg' when the universe was in a highly compressed state of very high temperature and density, that the fundamental particles did not allow light to pass through its dark energy. The evolution of the universe has trajectory of comic timeline, of the worlds and untimely of man and societies." (Thousen, 2021; vol. 5, p. 54)।

ডিম ও পাখি ডিমাসা জাতির জীবনে এক অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয়, সেটা আমরা পূর্বেই দেখেছি। শুধুমাত্র সৃষ্টিতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাদের এই বিশ্বাস নয়, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা শুভানুষ্ঠানে পাখি এবং ডিম ডিমাসাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ডিমাসা জাতি মনে করে, মৃত্যুর পর দেহ থেকে বিশাই (আত্মা বা spirit) মুক্তি লাভ করে। তাই মৃত্যুর পরমুহূর্তেই মৃত ব্যক্তির পরিবার একটি মোরগ বা মুরগীকে বলি দেয়। যাতে মৃত পাখিটি সেই মৃত ব্যক্তির আত্মাকে দামরায় অর্থাৎ মৃতদের স্থানে নিয়ে যায় (Hasnu, 2023; p. 990-996)। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ডিমাসা জাতির বিশ্বাস অনুযায়ী কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তারা কোন মোরগকে বলি দেয় এই কারণে যে, সেই মোরগ তাঁদের কাছে একটি পবিত্র প্রাণী। বলিপ্রদত্ত মোরগের আত্মাটি মৃত ব্যক্তির আত্মাকে নিয়ে যায় মৃতদের স্থানে। যাকে ডিমাসা ভাষায় বলে দামরা। আবার কোন শিশুর জন্মের পর, সেই শিশুটির পরিবার আশৌচ পালন করে। তারা কিছুদিন যাবৎ কোন শুভানুষ্ঠান বা পূজোতে অংশগ্রহণ করতে পারে না। ডিমাসারা এই রীতিকে বলে 'তৌসা রাঠেবা' (Tausa Ratheba)। তখন তিন থেকে চারজন মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক সেই সদ্যজাত শিশুটির পরিবারে গিয়ে এই বিশেষ রীতি পালনের জন্য আমন্ত্রিত হয়। তবে এই স্ত্রীলোকেরা সঙ্গে করে ডিম, মুরগী, হাঁড়িয়া (rice beer), মোচা (banana flowers), শুঁটকি মাছ (dry fish) ইত্যাদি দ্রব্য নিয়ে সদ্যজাতের গৃহে উপস্থিত হয় (Hojai, 2018)। ডিমাসা জাতি ডিম ও মুরগীকে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিজেদের রীতি আচারে একটি বিশেষ জায়গা দিয়েছে।

টোটেম এমন একটি বস্তু বা প্রতীক, যা প্রাণী বা উদ্ভিদের প্রতিনিধিত্ব করে, যা একটি পরিবার, বংশ, গোষ্ঠী, বংশ বা উপজাতির মতো মানুষের একটি গোষ্ঠীর প্রতীক হিসেবে এবং পূর্বপুরুষ বা পৌরাণিক অতীতের যোগসূত্র হিসেবে

কাজ করে। টোটেমিজম একটি নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য এবং প্রাণী বা উদ্ভিদের প্রজাতির মধ্যে একটি রহস্যময় বা আচার-আনুষ্ঠানিক সম্পর্ককে বোঝায়। অর্থাৎ কোন জাতি যদি কোন প্রাণীকে শ্রদ্ধা করে বা আরাধনা করে বা বিশেষভাবে সেই প্রাণীটির ওপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে সেই প্রাণীটিই হবে তাদের টোটেম (Biswas, 2026, p. 27)। ডিমাসা জাতি নিজেদের আরিখিডিমা নামক এক ঐশ্বরিক পাখির সন্তান বলে নিজেদের মনে করেন। তাই পাখি হল ডিমাসা জাতির টোটেম। ডিমাসা জাতি বিশ্বাস করে যে, ঐশ্বরিক পাখি আরিখিডিমার ডিম ফুটেই তাঁদের পূর্ব-পুরুষদের জন্ম হয়। তাই বলা যায়, ডিমাসা একটি পক্ষী টোটেমিক জাতি।

ডিমাসা জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুধাবন করলে বোঝা যায়, নদীকে তারা মায়ের মত পূজা করত। তারা বসতি স্থাপন করেছিল নদীকে কেন্দ্র করে। এস.কে. বরপুজারির (1997:15) মতে, প্রথমে ডিমাসা জাতি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে। সাদিয়া অঞ্চলে রাষ্ট্র-নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু করে, যেখানে দিখাও এবং দিহিং নদী তাদের রাজ্যকে সীমাবদ্ধ করেছিল। তারপর কামরূপ থেকে তাদের অপসারণ করা হয়। এরপর ধানসিরি উপত্যকায় (ডিমাপুর), তারপর মাহুর উপত্যকায় (মাইবং) এবং অবশেষে কাছাড় সমভূমি নামে পরিচিত বারাক উপত্যকায় রাজত্ব স্থাপন করে। খাশপুর ছিল তাদের রাজধানী। নদীর তীরে রাষ্ট্র গঠনের এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়াই সম্ভবত তাদেরকে ‘ডিমাসা’ নামে অভিহিত করেছে।

> “According to S.K. Barpujari (1997 : 15), first, they (Dimasa Kachari) established in the Brahmaputra Valley, began the state-building process at the Sadiya where the Dikhaw and Dihing rivers bounded their Kingdom, and then at Kamarupa from where they were pushed back, then in the Dhansiri Valley (Dimapur), next in the Mahur Valley (Maibong) and finally on the valley of the Barack known as the plains Cachar with Khashpur as their capital. The continuous process of the state building on the river banks might have perhaps led them to be termed 'Dimasa'.” (pandey 2024, vol. 25, p. 165).

নদী ছাড়াও ডিমাসা জাতি অনেক দেবতার আরাধনা করে। আরাধিত দেবতাকে মদাই (Mdai) বলা হয় তাদের স্থানীয় ভাষায়। ডিমাসারা বিভিন্ন দেবতাকে আরাধনা করে এবং বিভিন্ন মাঙ্গলিক রীতি ও আচার পালন করে। তাদের প্রার্থনা ও নৈবেদ্যদানকে বলা হয় মদাই খিলিম্বা (Mdai khilimba) ও মদাই হুবা (Mdai Huba)। শুধু দেবতা নয়, তারা মনে করে মরণোত্তর আত্মার অস্তিত্ব আছে। তাদের বিশ্বাস, অপদেবতা এবং আত্মা - দুইই দায়ী বিভিন্ন রোগ ও ব্যাধির জন্য। ডিমাসা জাতির আরাধ্য দেবতার কোন নৃতাত্ত্বিক বা নররূপারোপমূলক (Anthropomorphic) রূপ ছিল না। তারা মাটির ঢিপি নির্মাণ করে আরাধনার বিভিন্ন রীতি পালন করে। কোন কোন সময় প্রতীক হিসেবে বাঁশ, ক্ষুদ্রাকৃতির ঢাল বা বর্ম, এবং যুদ্ধের চিহ্ন হিসেবে তলোয়ার পূজিত হয়। যখন কোন দম্পতি দেবতার আরাধনা করে, তখন দুটি মাটির ঢিপি নির্মাণ করা হয়। একটি বড়, একটি ছোট। (Danda : 1978; 129-130, cited by Thaosen, Man In India, 95 (2); p. 256)। দম্পতি একসাথে দেবতাকে আরাধনা করার রীতি ভারতবর্ষে প্রায় প্রতিটি সংস্কৃতিতে বহুল প্রচলিত।

ডিমাসা জাতির এক প্রাচীন ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের সূত্রপাত প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ভূভাগে যখন পরিণত হরপ্পা সভ্যতা স্বমহিমায় ভাস্বর, তখন এই ডিমাসা কাছারি জাতি ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। বর্মন অনুমান করেন যে, আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বৃহৎ কাছারি গোষ্ঠীর আগমন ঘটে। তারা ‘ডি লুহি’ এবং ‘সাং ডি’-এর সঙ্গমস্থলে তাদের বসতি স্থাপন করে। বর্মন দাবী করেন যে, কাছারি ঐতিহ্যের সাথে ঐতিহ্যবাহী আখ্যানের মাধ্যমে এই জ্ঞান প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জোন্থাই নামে একটি বংশ দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। তিব্বত-বর্মন ভাষায় জোন্থাই হল পুরোহিত (Barman, 1992, p. 15, cited by Thaosen, 2021, vol. 5)। ডিমাসা জাতির মধ্যে পুরোহিততন্ত্র ছিল কিনা বা থাকলেও তা কেমন ছিল সেই তথ্য উপলব্ধ না হলেও, বিভিন্ন আরাধনা বা উপাসনায় জোন্থাই উপস্থিত থাকত। সেই জোন্থাইরা বংশপরম্পরায় তাদের জ্ঞান ও শিক্ষাকে পরিচালিত করত।

বর্তমানে ডিমাসা জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ অধিবাসী আসামের ডিমা হাসাও জেলায় বাস করে। তাদের রাজনৈতিক বিষয়গুলির জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত কাউন্সিল রয়েছে। কাউন্সিলের সদর দপ্তর হাফলিং শহরে অবস্থিত। কাউন্সিলের

গেটের প্রবেশপথের দেয়ালে ডিমাসা কাচারি রাজ্যের প্রথম রাজার একটি চিত্রকর্ম রয়েছে। চিত্রকর্মে উল্লেখিত রাজার নাম এবং সময়কাল হল রাজা জিমিয়ুং (মেঘবর্ণ), ৩০৬৭ থেকে ২৯৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। (Barman, 2007, p. 2-3, cited by Pandey, 2024, vol. 25, p. 164)। এই তথ্যটি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতে পারে, তবে ডিমাসা জাতি মনে প্রাণে এই তথ্যকে বিশ্বাস করে।

'ডিমাসা' শব্দের ব্যুৎপত্তি থেকে ডিমাসার জাতি সম্পর্কে এবং তাদের স্থানান্তর সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়। মোনালি লংমাইলই (studies on dimasa, 2017)-এর একটি ব্যাখ্যা হল, ডিমাসা শব্দটি 'ডি' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ জল এবং 'মা' প্রত্যয়ের অর্থ বড়, এবং 'সা' প্রত্যয়টি ডিমাপুর রাজ্যে শাসনকালে এই শব্দটির উৎপত্তি হওয়া লোকদের জন্য একটি পুংলিঙ্গ প্রত্যয়। (পূর্বেও ডিমাসা শব্দের উৎস নিয়ে একটি অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে)। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, ডিমাসায় একজন নারীকে কীভাবে 'জিক' প্রত্যয়ের সাথে উল্লেখ করা হয়। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ডিমাসার আঞ্চলিক উপ-গোষ্ঠীগুলির জন্য ব্যবহৃত পরিভাষাগুলি হল হা-সাও (ভূমি-উচ্চ), হা-ওয়ার (ভূমি-সমভূমি), ডেম-ব্রা (জল-রুক্ষ), এবং 'ডি-জুওয়া' (জল-উচ্চ/উচ্চ) মানুষের বসবাসকারী অঞ্চলের ভৌগোলিক বর্ণনামূলক শব্দ থেকে উদ্ভূত এবং কীভাবে ডিমাসার উপভাষাগুলি দ্বি-ভাষাগতভাবে স্বতন্ত্র ভাষায় পরিণত হয়েছে (Thousen, 2021; p. 53)।

স্থানীয় লোককাহিনী অনুযায়ী, ডিলাওব্রা সাঙ্গিব্রা-এর সঙ্গমস্থলে তাদের প্রাচীন জন্মভূমি সম্পর্কিত শ্লোকগুলিতে ডিমাসার উৎপত্তি এবং অভিবাসনের বর্ণনা দেয়। বহু পণ্ডিত ডিলাওব্রা - সাঙ্গিরার (নদীর নাম) ভৌগোলিক অবস্থান সনাক্ত করার জন্য বহু প্রচেষ্টা করেছেন। তারা এটিকে ডিমাসা সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্বতত্ত্বের উৎপত্তির সাথেও যুক্ত করেছেন। কবে তারা তাদের আদিনিবাস থেকে আসাম উপত্যকায় স্থানান্তরিত হয়েছিল, সেটা অনুমানের বিষয়। বর্মনের (1992) মতে, ৫০০০ বছর আগে বৃহত্তর কাছারি গোষ্ঠীর আগমন ঘটে এবং 'ডি লুহি' (লোহিত) এবং 'সাং-দি' (সাং-পো) এর সঙ্গমস্থলে তারা বসতি স্থাপন করে। বর্মন দাবী করেন যে, এই জ্ঞান, কাছারি ঐতিহ্যের সাথে ঐতিহ্যবাহী আখ্যানের মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে একটি বংশ ধরে প্রবাহিত হয়েছে। তারা জোন্থাই নামে পরিচিত। সরল ভাষায় জোন্থাই হল ডিমাসা জনগোষ্ঠীর পুরোহিত শ্রেণী। যদিও ডিমাসা শব্দের উৎপত্তি এখনও আদিবাসী পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের বিষয়, তবে একটি মত হল যে ডিমাসা ডিমাপুরসা (পুরসা = মানুষ) থেকে এসেছে, অর্থাৎ যারা ডিমাপুরে বাস করত (বর্তমানে নাগাল্যান্ড রাজ্য)। ডিমা বা ধানসিঁড়ি নদীর তীরে কাছারি রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী বিদ্যমান। এছাড়া, ডিমাসার অর্থ মহান নদী (ডিমা) - এর সন্তান (-সা/বাস) হিসেবে অনুবাদ করা যেতে পারে।

মৌখিক পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী ডিমাসা জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি অথবা ডিমাসা মহাবিশ্বকে 'দিলাওব্রা সাঙ্গিব্রা'-এর সঙ্গমে কল্পনা করা হয়। এই মৌখিক আখ্যানগুলিতে তাদের উৎপত্তি স্থল সম্পর্কে বিশদ বিবরণ উপলব্ধ নয়। যেটুকু বিবরণ পাওয়া যায়, তার মধ্যে অস্পষ্টভাবে কিছু গ্রামের নাম উল্লেখিত আছে। সেই গুলির প্রকৃত অবস্থান অজ্ঞাত। ডিমাসারা ধানসিঁড়ি থেকে শুরু করে বরাক পর্যন্ত বিভিন্ন নদী জুড়ে তাদের রাজ্য এবং রাজধানী স্থাপন করত বলে জানা যায়। পূর্বদিকে, রাজ্য গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় সাদিয়া থেকে দিখো এবং দিহিং নদীর তীরে, এবং তারপর কামরূপা এবং ধানসিঁড়ি থেকে ডিমাপুরে। তারপর মাহুর বরাবর মাইবাং এবং অবশেষে বরাকের সমভূমি খাসপুরে। তাই, বিশ্বাস করা হয় যে, অহোমদের আগমনের আগে কাছারিরা ব্রহ্মপুত্র এবং এর বিভিন্ন উপনদীর তীরে বাস করত। বোরদোলোই এবং বর্মন উভয়ের মতেই, এই অঞ্চলের কিছু নদী এবং স্থানে 'ডি' শব্দটির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। "ডিমাসা" শব্দের অর্থ 'জল' অথবা জল সম্বন্ধীয় - এটি এই বিশ্বাসকে আরও প্রতিষ্ঠিত করে [বোরদোলোই (1984, p. 10), বর্মন (1992, p. 23) এবং Gaits (2013, p. 299)]। লোককথা অনুযায়ী, তাদের জন্মভূমি থেকে উর্বর ভূমিতে স্থানান্তরিত হতে ৬০০০ চাঁদ (Panday, 2024, p. 149) অর্থাৎ প্রায় ৫০০ বছর (Longmailai : 2013) সময় লেগেছে বলে অনুমান করা হয়। ডিমাসা জনগণের ধর্মীয় প্রকৃতির নির্দিষ্ট ধারণা সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে। সিডনি এন্ডলি (The Kacharis, 1911 : p. 33) প্রাথমিক ব্যাখ্যায় কাছারি ডিমাসা জনজাতির ধর্মীয় রূপ বর্ণনা সম্পর্কে করেছেন। তাঁর মতে, এটি সম্পূর্ণরূপে সর্বপ্রাণবাদী (animistic)। অ্যানিমিস্টিক বলতে এমন একটি বিশ্বাস বা প্রবণতাকে বোঝায়, যেখানে কেবল মনুষ্য জগতের বাইরেও জড় বস্তু, প্রাকৃতিক ঘটনা, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর উপর আধ্যাত্মিক বা জীবন আরোপ করা হয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 89
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 717 - 726
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ল্যাটিন শব্দ অ্যানিমা (যার অর্থ আত্মা বা আত্মা) শব্দ থেকে উদ্ভূত হয় অ্যানিমিজম শব্দটি। সিডনি এন্ডলি (The Kacharis, 1911) একই ভাষ্যের অন্যান্য অংশে কাছারি ডিমাসাদের মধ্যে স্বীকৃত বিভিন্ন ধরণের দেব-দেবীদের উল্লেখ করেছেন। তাই বিভিন্ন দেব-দেবীর উপস্থিতি ডিমাসা জাতির বিশ্বাস ও দর্শনকে সর্বপ্রাণবাদী (animistic) প্রকৃতিগত করে তোলে। হুমি থাউসেন (Universe of Religion among the Dimasa of Assam and Nagaland with special emphasis on the Daikho system of worship, 2019), আন্দালে (The Kacharis, 1911) উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, বর্তমানে ডিমাসারা এখনও প্রাচীন সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাস অনুসরণ করে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই হিন্দু বলে দাবী করে। তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাস এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে একটি প্রাকৃতিক এবং অনুরূপ তাৎপর্য খুঁজে পায়। তাই তারা একই সাথে উভয়ের মধ্যেই নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে। কৈলাশ কুমার ছেত্রী (Ecological Significance of the Traditional Beliefs and practices of Dimasa Kachari Tribe, 2001) ডিমাসাদের জীবন ব্যবস্থার উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন যে, ডিমাসা কাছারির একটি অনন্য সামাজিক ব্যবস্থা রয়েছে। এই সামাজিক ব্যবস্থার নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অনুশীলন রয়েছে। যা তাদের বসবাসের ভূমি এবং প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত। ভূমি এবং প্রকৃতি তাদের অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যের উৎস। কাচারি ডিমাসাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সিডনি এন্ডলি লিখেছেন যে, (The kacharis, 1911: p. 33) এটি সর্বপ্রাণবাদী। সাধারণত কাচারি গ্রামে মূর্তিপূজা দেখতে পাওয়া যায় না, তবে কাচারিদের মনে এবং কল্পনায় পৃথিবী, বায়ু এবং আকাশ উভয়ই বিপুল সংখ্যক অদৃশ্য আধ্যাত্মিক বা অতিলৌকিক প্রাণী বাস করে। যারা সাধারণত মদাই নামে পরিচিত। অন্যদিকে, হুমি থাউসেন (2019), দিপালী দন্ড (Among the Dimasas of Assam, 1988) এবং এস. কে. বারপুজারি (History of the Dimasas from the Earliest times to 1896, 1997) -এর বিভিন্ন উল্লেখ উদ্ধৃত করেছেন। থাওসেন লিখেছেন যে, ছয় দেবতা, যাদের ডিমাসাদের পূর্বপুরুষ দেবতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তাদের সমগ্র ডিমাসা ভূমির উপর কর্তৃত্ব রয়েছে। (এই কাহিনী পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে)। এভাবে ডিমাসাদের মধ্যে 'অঞ্চল দেবতা' ধারণাটি এসেছে। যেহেতু সম্পূর্ণ ডিমাসা ভূমি তাদের নিয়ন্ত্রণে, তাই ঐতিহ্যবাহী ডিমাসা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে তাদের অসংগঠিত পৌরাণিক মন্দির রয়েছে। স্থানীয় বিশ্বাস আছে যে, একটি নির্দিষ্ট পবিত্র অঞ্চলে বসবাসকারী দেব-দেবীরা সেখানকার মানুষকে রক্ষা করেন এবং তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন। এই অসংগঠিত মন্দিরগুলিকে দাইখো বলা হয়। যার সংখ্যা সর্বোচ্চ বারোটি বলে মনে করা হয়। এখানে মদাইকে সর্বোচ্চ অধীশ্বর এবং দাইখোকে সেই অধীশ্বরের বাসগৃহ বলে মনে করা হয়। দাইখো শব্দটি 'মদাই' বা 'দাই' এবং 'খো', এই দুটি শব্দ দিয়ে গঠিত। যার অর্থ ঈশ্বরের বাসগৃহ। অতএব, এটা স্পষ্ট যে ডিমাসা কাছারি জনজাতি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে বিভিন্ন বিমূর্ত ঈশ্বর এবং বারোটি দাইখোর উপস্থিতি লক্ষ করা যায় (Pandey, 2024; p. 363-364)।

ডিমাসা জনগোষ্ঠী মানুষদের দৈনন্দিন জীবন এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিভিন্ন বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং পরিচালিত হয়। তাদের বিশ্বাস অনুসারে, তাদের জীবন নদী কেন্দ্রিক। অর্থাৎ নদীমাতা থেকে শুরু করে অরণ্যমাতা, হেরেমদি মাতা (হিড়িম্বা) এবং বিভিন্ন স্থানীয় দেবতা এবং শিবরাই (শিব ও পার্বতী) ইত্যাদি সকল দেবতাদের দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত। তাদের বিশ্বাস এঁদের আশীর্বাদেই তারা নিরাপদ এবং বাধামুক্ত থেকে জীবনযাপনে সফল হতে পারে। এই ক্ষতিকারক স্থানীয় দেবতারা অনেক রোগ এবং সমস্যার কারণও। এর জন্য, অনেক সময় বিভিন্ন রূপ এবং পরিস্থিতিতে, ডিমাসা সম্প্রদায়ের লোকেরা পূজা এবং বলিদানের মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্ট করে। ডিমাসাদের বিশ্বাসে এই ক্ষতিকারক স্থানীয় দেবতাদের কোনও স্পষ্ট নাম বা রূপ নেই। বরং তারা সকলেই সম্মিলিত ভাবে 'হাফাই নি মদাই' নামে পরিচিত। এই স্থানীয় দেবতারা অরণ্য, পাহাড়, নদী ইত্যাদি সর্বত্র থাকতে পারে। ডিমাসা সমাজে ধর্মীয় জীবনযাপনকে দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়নি। তাদের সমগ্র জীবন ভীষণ উৎসবমুখর। রমণীকা গুপ্ত (Tribal Literature of North-East India, Dr. Anushabd, 2017) বলেছেন, - "উপজাতিরা দুঃখের মধ্যেও গান গায়। তারা নেশাচ্ছন্ন হয়েও বাজনা বাজায়।" ডিমাসাদের ক্ষেত্রেও এটি সম্পূর্ণ সত্য। তাদের উপাসনা পদ্ধতি সম্পর্কে বলা যায় যে, ডিমাসা জনগোষ্ঠীর লোকেরা একাকী আত্মাকে উপাসনা করে না। বরং সম্মিলিতভাবে আত্মার অস্তিত্বকে উদযাপন করে। বিশু ডিমা এবং হোনি গেরবা হল ডিমাসা সমাজে যে গণবিশ্বাস এবং উৎসব উদযাপন করা হয়, তার দুটি প্রধান উদাহরণ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 89
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 717 - 726
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ডিমাসায় প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসেও পুনর্জন্ম বিশ্বাস করা হয়। ডিমাসা সমাজে একটি বিশ্বাস আছে যে, একজন ব্যক্তির মৃত্যুর পরও সেই ব্যক্তির আত্মার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। পরে সেই আত্মা 'দামরা'-তে চলে যায়। ডিমাসা ধর্মীয় বিশ্বাসে ডমরা হল ঐশ্বরিক আবাসস্থল। এটি স্বর্গ বা নরকের ধারণার সাথে সম্পর্কিত নয়। ভারতীয় বিশ্বাসে বৈকুণ্ঠধাম ধারণাটি দামরার মতোই। ডিমাসাদের মধ্যে একটি বিশ্বাস রয়েছে যে, একজন ব্যক্তি যখন তার অর্ধেক বয়স অতিক্রম করে অথবা যখন সে অবিবাহিত থাকে, তখন তার আত্মা দামরায় যায় না। বরং তার আত্মা পৃথিবীতেই বিচরণ করে। পুনর্জন্ম সম্পর্কে ডিমাসাদের মত হল যে, একজন মৃত ব্যক্তির আত্মা তার আত্মীয়দের কাছ থেকে মুক্তি পায় শুধুমাত্র সেই ব্যক্তির শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পর। তারপরে সেই ব্যক্তির আত্মা দামরায় গিয়ে পুনর্জন্ম লাভ করতে সক্ষম হয়। ডিমাসা সম্প্রদায়ে, একজন ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তার মরদেহ অগ্নিতে দাহ করা হয় এবং অন্যান্য সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও বৈদিক রীতির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। ডিমাসা জনগোষ্ঠীতে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় কার্যকলাপের প্রধান ব্যবস্থা হিসেবে দাইখো প্রথাকেই বিবেচনা করা হয়। দাইখোর সাথে সম্পর্কিত ডিমাসার বিশ্বাস ব্যবস্থা প্রাচীন সর্বপ্রাণবাদী (animistic) বিশ্বাস ব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে হয়। দাইখো উপাসনা ডিমাসাদের উপাসনা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। দিপালী দত্ত (1978 : p. 128) অনুসারে, এই বারোটি দাইখো হল - (১) আলু দাইখো, (২) বাইগলাই দাইখো, (৩) হামরি দাইখো, (৪) হাওর দাইখো, (৫) লংমাইলাই দাইখো, (৬) মাঞ্জা দাইখো, (৭) মিসমি দাইখো, (৮) মংরাং দাইখো, (৯) রণচণ্ডী দাইখো, (১০) রিয়াও দাইখো, (১১) ওয়াইবরা দাইখো, (১২) ওয়াও দাইখো, (Pandey, 2024; p. 367)।

দাইখোর নাম ও সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। প্রকৃত অর্থে, ডিমাসা লোকেরা ঐতিহ্যগতভাবে শুধুমাত্র বারোটি দাইখোকে বিবেচনা করে। কিন্তু ঐতিহ্যের দীর্ঘ সময় ধরে, দাইখোদের সম্পর্কে বিভিন্ন পরিবর্তন এসেছে। বিভিন্ন যুদ্ধ এবং অন্যান্য গতিবিধির সময় বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী দাইখো এবং তাদের অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই ক্ষতিগ্রস্ত দাইখোগুলি রক্ষা করার জন্য নিরাপদ স্থান হিসেবে তারা অরণ্যকেই নির্বাচক করেছিল। কিছু ঐতিহ্যবাহী দাইখো প্রদত্ত জমি দখলের কারণে শুকিয়ে গিয়েছিল, যেমন লংমাইলই দাইখোর বেশিরভাগ জমি হারিয়ে ফেলে। কিছু দাইখো আছে যাদের জমি বা অঞ্চল সময়ের সাথে সাথে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন তারা শুধুমাত্র অনুরাগীদের দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যে উপস্থিত। যখন তাদের সেই দাইখোদের অনুশীলন এবং পূজা করার প্রয়োজন হয়, তখন তারা সেই নির্দিষ্ট দাইখোর কমিটির পরামর্শ অনুসারে অস্থায়ী জমি বেছে নেয়। ডিমাসাদের মধ্যে 'দাইখো'-এর উৎপত্তি নিয়ে অনেক ধারণা প্রচলিত আছে। ডিমাসা জনগোষ্ঠীর মতে, 'দাইখো'-এর উৎপত্তি এবং এর অঞ্চল বন্টনের ধারণাটি তাদের বিশ্ব উৎপত্তির ধারণার সাথে সংযুক্ত। ডিমাসা জাতির বিশ্বাস অনুসারে, ভূমিকম্পের দেবতা বাংলা রাজা এবং ঐশ্বরিক পাখি আরিখিডিমার কৃপায় সাতটি ডিমের জন্ম হয়েছিল, যার মধ্যে প্রথম ছয়টি ডিম থেকে শিবরাই ইত্যাদি হিতৈষী দেবতাদের আবির্ভাব হয়েছিল। এই ছয়টি হিতৈষী দেবতাকে সম্মিলিত ভাবে 'মদাই' বলা হয়। প্রথম ছয়টি ছাড়াও, শেষ সপ্তম ডিমটিকে একটি অপ বা অশুভ দেবতার জন্ম হয়। (পূর্বে এই বিষয়টি বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে)। এই সপ্তম ডিমকে বিভিন্ন রোগ এবং ঝামেলার প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাই ডিমাসারা সময়ে সময়ে বিভিন্ন ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে প্রতীকীভাবে এটির পূজা করে। ডিমাসাদের বিশ্বাস অনুসারে, প্রথম ছয়টি ডিম থেকে উদ্ভূত দেবতারা হলেন সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা। অতএব, তারা সকল ডিমাসের পূর্বপুরুষ। ডিমাসাদের আশীর্বাদ করার জন্য এবং ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য এই ছয়টি দেবতা সমগ্র ডিমাসা ভূমিতে বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করেন। এদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল এবং এই নির্দিষ্ট স্থানটিকে সেই প্রতিষ্ঠিত দেবতার 'দাইখো' হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সময়ের সাথে সাথে, এই দাইখোগুলির সংখ্যা বাড়তে থাকে। পরবর্তীতে সমগ্র ডিমাসা সম্প্রদায়ে মোট বারোটি দাইখো প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে প্রকৃত পক্ষে বর্তমানে, বারোটিরও বেশি দাইখো রয়েছে। যে ভূমিতে দাইখো অবস্থিত, সেই ভূমি অঞ্চলে বসবাসকারী ডিমাসারা একই দাইখোকে উপাসনা করে। এটি দাইখো উপাসনা ঐতিহ্যবাহী রীতি। বর্তমানে, দাইখো ডিমাসাদের মধ্যে বিভক্ত করা হয়েছে। কে কোন দাইখোর উপাসনা করবে তা পরবর্তীতে নির্ণয় করা হয়েছে। ডিমাসা সমাজের সামাজিক ব্যবস্থায়, পুরুষ এবং মহিলাদের দ্বি-জাতি ব্যবস্থা (দ্বি-গোষ্ঠী) পাওয়া যায়। যার মধ্যে পুরুষদের ৪০ জন এবং মহিলা ৪২ জন। এই জাতিগুলি বিভিন্ন গোত্র বা বংশের সাথে সম্পর্কিত। বেশিরভাগ দাইখো সেই সময়ে পিতার বংশ এবং মাতার বংশ, উভয়ের উপর ভিত্তি করে ভাগ করা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 89
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 717 - 726
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হয়েছিল। এটিকে সমাজের দ্বি-গোষ্ঠী ব্যবস্থা হিসাবে বোঝা যেতে পারে। ডিমাসাদের মধ্যে দাইখোগুলিও শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষদের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন এবং উপাসনাস্থল। ৪০টি পুরুষ বংশের সকলেই এই বারোটি দাইখোগুলির মধ্যে বিভক্ত। অর্থাৎ তারা সকলেই তাদের পূর্বপুরুষদের কেন্দ্রবিন্দু মনে করে এই বারো দাইখোগুলিকে পূজা করছে (Pandey, 2024; p. 365-366)। এটা বিশ্বাস করা হয় যে দাইখোগুলি মূলত বংশের অধিক্ষেত্র ছিল। ডিমাসদের বছরে একবার বংশ দেবতাদের পূজা করার একটি ঐতিহ্য রয়েছে (Daulagajau, 2015; p. 7)।

ডিমাসা জনগোষ্ঠীর অভিবাসন নীতির এক অনন্য রূপ আছে। সেই সঙ্গে, সাধারণ মানুষের পাশাপাশি, বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে নির্দিষ্ট পুরোহিতদের (ধর্মীয় পণ্ডিতদের) অন্তর্নিহিত ধর্মীয় ব্যবস্থা ও রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ডিমাসা সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ উপাসনাতে দাইখো পদ্ধতিতে পুরোহিতদের উপস্থিতি পাওয়া যায়। ডিমাসায় দাইখো প্রচলিত রীতি ও ধর্মীয় ব্যবস্থায় পুরোহিতদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Pandey, 2024; p. 364-365) নিম্নরূপ -

১. গিসিয়া - উপাসনার আচার-অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত বহু পুরোহিতদের মধ্যে ডিমাসা সমাজে বিদ্যমান গিসিয়ার অবস্থান সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ। গিসিয়ার আদেশ অনুসারে জোন্থাই নিযুক্ত হন। গিসিয়াই জোন্থাইকে তার দায়িত্ব কীভাবে পালন করতে হয় তা শেখান।

গিসিয়া দাইখোদের প্রবেশদ্বারগুলির মধ্যে এবং বাইরে বসবাসকারী সমস্ত ডিমাসাদের মঙ্গলের জন্য বার্ষিক উপাসনা করেন। এই উপাসনায় তাকে জোন্থাইরা সহায়তা করেন। গিসিয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, পদাধিকারীর মৃত্যু বা শারীরিক অক্ষমতার কারণে পদটি শূন্য হলে নতুন জোন্থাই নির্বাচন করা। সংশ্লিষ্ট দাইখোর লোকদের সুপারিশের ভিত্তিতে তিনি নতুন জোন্থাই নির্বাচন করেন। নির্বাচিত ব্যক্তি তখনই জোন্থাই পদে অভিষিক্ত হবেন যখন গিসিয়া তাকে ডিথার (DITHER) নামক পবিত্র জল প্রদান করা হবে (Daulagajau, 2015; p. 7)।

২. জোন্থাই - দাইখো মূলত একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় স্থানকে বোঝায়। বরপুজারি তাই যুক্তি দেন যে, সম্ভবত এই নামটি একটি একক নদীকে বোঝায় না বরং জাউন-থাই/ জোন্থাই (Zonthai/Jonthai) শব্দটি ডিমাসার জন্য পুরোহিতের সমতুল্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় (Thosen, 2021; p. 53)। এই দাইখো উপাসনালয়গুলিতে, যে পুরোহিত সাধারণ ও বিশেষ সকল ধরণের উপাসনা পদ্ধতি জানেন এবং সম্পাদন করেন/করান, তিনি ডিমাসা সমাজে জোন্থাই নামে পরিচিত। জোন্থাই হলেন দাইখো উপাসনা অনুষ্ঠানের কর্তা।

৩. দৈন্য - দৈন্য হলেন সেই ব্যক্তি যিনি বলিদানের নিয়মকানুন জানেন এবং মূলত প্রতিটি দাইখোতে দৈন্য দ্বারা বলিদানের কাজ করা হয়।

৪. বারওয়া - যিনি স্থায়ীভাবে জোন্থাই এবং দাইখোতে বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যকলাপ সম্পাদনে সহায়তা করেন তিনি বারওয়া নামে পরিচিত। (Pandey, 2024; p. 367)।

একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে এবং সময়ের সাথে সাথে বংশের সদস্যরা সেই অঞ্চলের পুরোহিত বংশ (হোজাই) হয়ে ওঠেন যতদূর সেই এলাকার বংশ দেবতা/ দেবতাদের পূজার কথা আসে। সময়ের সাথে সাথে এলাকাটি একটি দাইখো-একটি আঞ্চলিক এখতিয়ারে পরিণত হয়। দাইখোর প্রধান পুরোহিত জোন্থাই ছাড়াও, একটি দাইখোতে বিভিন্ন বংশের অধস্তন পুরোহিত থাকেন। শুধুমাত্র হোজাইসা বংশ থেকে পুরোহিতদের নির্বাচিত করা হয়। মহিলাদের জোন্থাই বা গিসিয়ার পুরোহিতত্বের অধিকার নেই। বারোটি ধর্মীয় বিভাগের নিজস্ব প্রধান দেবতা রয়েছে। যেহেতু ডিমাসায় দেব-দেবীর প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র নেই (বিমূর্ত)। তাই তারা পূজার সময় তাদের দেব-দেবীর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কিছু মাটির ঢিবি তৈরি করে। দাইখোদের দেব-দেবীর পাশাপাশি, প্রতিটি ডিমাসা গ্রামের নিজস্ব দেব-দেবীর দেবতা রয়েছে। একই ভাবে প্রতিটি ‘সেংফং’ (পুরুষ বংশ)-এরও নিজস্ব দেবতা রয়েছে। ‘সেংফং’ (পুরুষ বংশ) যে পূর্বপুরুষদের দেবতা, প্রথম গ্রামটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাকেগ্রামের প্রধান দেবতা বলে মনে করা হয় এবং ‘খুনাং’ সাধারণত এই সেংফং-এর অন্তর্গত। এই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 89
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 717 - 726
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রধান দেবতাকে ‘খুনাং’ পারিবারিক দেবতা হিসেবেও পূজা করে। সেই কারণেই; খুনাংকে সেই সেংফং থেকে বেছে নিতে হবে। যিনি মূলত গ্রামটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যাতে একই দেবতার পূজার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। গ্রামদেবতাকে বার্ষিক পূজার মাধ্যমে সন্তুষ্ট করতে হয়। বর্তমানে ডিমাসা পূজায় শূকর, ছাগল এবং মহিষ বলি দেওয়া হয়। কিন্তু কাছারি রাজাদের রাজত্বকালে মানব বলিও দেওয়া হত। জানা যায়, বছরে কমপক্ষে একজন মানুষ বলি দেওয়া হত। ডিমাসারা একজন পরম সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। যিনি সকলের স্রষ্টা। কিন্তু এই পরম সত্তার ধারণা খুবই ক্ষীণ। তাদের কাছে তাঁর জন্য কোনও নির্ধারিত পূজা নেই। সিব্রাই/শিব্রাই তাদের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় জীবনে এই পরম সত্তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (Daulagajau, 2015; p. 7-8)।

কিছু পণ্ডিতের মতে, ডিমাসারা নিজেদেরকে হিন্দু বলে মনে করে। যদিও তাদের ঐতিহ্যবাহী দেবতা এবং দেবী রয়েছে। ছয়টি পূর্বপুরুষের দেবতার মধ্যে, সিব্রাই/ শিবরাই হলেন জ্যেষ্ঠ এবং প্রতিটি পূজায় তাঁর নাম প্রথমে উচ্চারণ করতে হবে। সিব্রাই/ শিবরাইকে হিন্দু শিবের সাথে এবং রণচণ্ডীকে পার্বতী বা কালীর সাথে সমতুল্য করা হয়। ডিমাসারা আরও বিশ্বাস করে যে, মাতোঙ্গমাহ, হেদেমদী এবং কামাখ্যা রণচণ্ডীর অপর নাম। হিন্দু দেবী লক্ষ্মী (ধনের দেবী) এবং সরস্বতী (বিদ্যার দেবী) ইতিমধ্যেই ডিমাসা ধর্মে তাদের জন্য একটি স্থান তৈরি করেছেন। অবশ্যই, তাদের আরেকটি লক্ষ্মীর নাম আছে এবং তার নাম লংমাইলী (ধানের দেবী)। কিন্তু ডিমাসা ধর্মের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল দেব-দেবীর আবাসস্থল। একটি বিশেষ ডিমাসা অঞ্চলকে কয়েকটি নির্দিষ্ট দেব-দেবীর আবাসস্থল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অতীতে পুরো ডিমাসা রাজ্যটি দাইখো নামে বারোটি ধর্মীয় অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এটি বিশ্বাস করা হয় যে, নির্দিষ্ট দাইখোতে বসবাসকারী দেব-দেবী এলাকার মানুষকে রক্ষা করেন এবং তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে (Daulagajau, 2015; p. 7)।

মহাভারতের আদিপর্বে আমরা দেখতে পাই যে, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন পঞ্চপাণ্ডবকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য দুর্যোধন মন্ত্রী পুরোচনকে বারনাবতে এক জতুগৃহ নির্মাণের আদেশ দেন। ‘জতু’ শব্দের অর্থ লাক্ষা বা গালা। মন্ত্রী পুরোচনের নির্দেশে স্থপতি এক দৃষ্টিনন্দন লাক্ষার প্রাসাদ নির্মাণ করে। উদ্দেশ্য মাতা কুন্তীসহ পঞ্চ ভ্রাতাকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা। নির্দিষ্ট দিনে পঞ্চপাণ্ডব ও তাঁদের মাতা কুন্তী জতুগৃহে পৌঁছে যান। পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্নিসংযোগের ব্যবস্থা করে রাখা হয়। কিন্তু রাজভ্রাতা বিদুর দুর্যোধনের সমস্ত পরিকল্পনার অগ্রিম আভাস পেয়ে যান এবং পাণ্ডব পক্ষের নিকট সকল সত্য প্রকাশ করে দেন। ফলে পঞ্চপাণ্ডব ও মাতা কুন্তী সেই জতুগৃহ থেকে সঠিক সময়ে পলায়ন করেতে সক্ষম হন। তাই জতুগৃহ অগ্নিদগ্ধ হলে সকলের মনে প্রতীত হয় যে, তাঁরা ছয় জন অগ্নিদগ্ধ হয়ে পরলোকগমন করেছেন। সে সুযোগে ছয়জন বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করতে থাকেন। সেই সময় অরণ্যমধ্যে এক শক্তিশালী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয় দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের। সেই শক্তিশালী ব্যক্তিটি হলেন হিড়িম্ব। হিড়িম্বর এক অনুজা ছিলেন, তাঁর নাম হিড়িম্বা। ভীমকে প্রথমদর্শনেই হিড়িম্বা তাঁর প্রেমে পড়েন। সেই প্রেম মুহূর্তে এতটা নিবিড় হয়ে ওঠে যে, হিড়িম্বা ভীমকে বিবাহ করবেন বলে স্থির করেন। কিন্তু বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় হিড়িম্ব। মহাভারত অনুযায়ী, হিড়িম্ব এক রাক্ষস। যে মানুষকে হত্যা করে। হিড়িম্বর উদ্দেশ্য ছিল, পঞ্চপাণ্ডবকে হত্যা করা। এই নিয়ে ভীম ও হিড়িম্বর মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়। হিড়িম্ব অত্যন্ত বলশালী হওয়া সত্ত্বেও শক্তিশালী ভীম তাঁকে হত্যা করতে সমর্থ হন। ভীমের বাহুবল দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে যান হিড়িম্বা। তিনি নিজেই ভীমের কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেন। ভীম প্রথমে গররাজি থাকলেও শেষে মাতা ও ভ্রাতাদের সম্মতিতে হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন তিনি। মহাভারতের এই কাহিনী ভারতবর্ষের প্রায় সবাই জানেন, সে শিশু হোক বা বৃদ্ধ! কিন্তু জানেন কি, এই হিড়িম্ব ও হিড়িম্বা ছিলেন ডিমাসা জাতির মানুষ! ডিমাসা জাতি মনে করে যে, তারা কুরুবংশীয়, দ্বিতীয় পাণ্ডবের বংশধর, ভীমের পুত্র ঘটোৎকোচের সন্তান-সন্ততি। ঘটোৎকোচের পুত্র মেঘবর্ণ হলেন ডিমাসা জাতির আদিরাজা।

> “This is very debatable for the historians but not for the Dimasas. They trace themselves and their history from the Mahabharat's stories. Mahabharat would be an epic story for others, but it is the real history of Dimasa Kachari people.” (Pandey, 2024; p. 164).

Bibliography:

Panday, Mahendra; History of Dimasas and their Rajbaries Narration from Folk Tales, 2024; vol.25.
Panday, Mahendra; The Social Structure of Dimasa Kachari Community: Tradition and Customs, 2024; vol.25.
Borah, Shri Dadul; and Sarma, Prof. Pranjal; Religious Practices Among the Dimasas in Dima Hasao District of Assam with Special Concerning Birth, Marriage and Death; vol. XLVII, 2022.
Thousen, Vandana; The Dimasa Narrative of Origin, Migration and Dispesal in the Rhetoric of Identity Construction, 2021; vol. 5
Thaosen, Ritu; Traditional Beliefs and Rituals of the Dimasa, p. 255-260
Biswas, Nabasri Chakrabarty; Totem: Indian Tribes and Goddess Worship, 2026; kolkata, Shabdo Prokashon, ISBN 978-93-94659-34-6
Longmailai, Monali; Creating a Digital Archive for Dimasa Cultural Heritage and Identity Preservation, vol. 1, 2024.
Longmailai, Monali; Towards deciphering the linguistic content of an age-old Dimasa narrative, 2013, Cambridge University.
Daulagajau, Jinison; A Brief Historical Analysis of Dimasa Kachari in the hills District of Assam, India, vol.2, 2015